BNG-A-CC-2-3 (মডিউল-৩)

বাংলা সাময়িক পত্র

সাহিত্য অঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম তথা গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হলো সাময়িক পত্র। নামের মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারি একটি নির্দিষ্ট সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো সাময়িক পত্র। বাহুল্য হলেও একথা সত্য যে কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হলো সাময়িক পত্র।সেইসঙ্গে দেশ বিদেশের সভ্যতার অগ্রগতি ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিস্তারের প্রচেষ্টাও প্রতিফলিত হয় সময়িক পত্রে।সমকালীন ঘটনাচক্র, অতীত ও আগামী দিনের ইঙ্গিত প্রভৃতির দিক থেকেও সাময়িক পত্রের গুরুত্ব যথেষ্ট।যুগোপযোগী নবচেতনার উদ্বোধন, পরিপোষণ এবং প্রচারের জন্য সাময়িক পত্র এক বড় মাধ্যম । তাই আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার পূর্ণ পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

মধ্যযুগের ইউরোপে এবং আমাদের দেশে সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র ছিল তিনটি।
এক।। রাজরাজরা, অমাত্যদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা।
দুই।। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ।
তিন।। লৌকিক প্রেরণা।
নবজাগরণের সাথে সাথে এই সমস্ত ভাবনা ও প্রেরণাস্থলগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে ।সাধরণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয় । প্রচলন হয় মুদ্রাযন্ত্রের ।ফলে সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিও পাল্টে যায় । বিভিন্ন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ এল ছাপাখানার উদ্ভবের ফলে ও শিক্ষার প্রসারে । সাধারণ ক্রেতারা হলো এই সাহিত্য সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক।

আমরা বর্তমানে একটি সারণীর মাধ্যমে বাংলা সাময়িক পত্রের বিবরণ নিম্নে তুলতে ধরতে সচেষ্ট হবো :

নং	সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদক/প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল	অবদান/বিশেষত্ব
১	বেঙ্গল গেজেট	হিকি সাহেব	১৭৮০	আমাদের দেশে সর্বপ্রথম এই ইংরেজি প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হয় , এরসঙ্গে ইন্ডিয়া গেজেট , ক্যালকাটা গেজেট আরও কয়েকটি প্রত্রিকা প্রকাশিত হয় ।
২	দিগদর্শন	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	এপ্রিল, ১৮১৮	শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা । ‘যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নান উপদেশ’ থাকত ।
৩	সমাচার দর্পন	মার্শম্যান	মে ১৮১৮	শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। হিন্দু ধর্মের সমালোচনা ও খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা । অনেকেই এটিকে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র বলে অভিহিত করেছেন
৪	বেঙ্গল গেজেটি	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	জুন, ১৮১৮	বাঙালি পরিচালিত প্রথম সাময়িক পত্র।
৫	সম্বাদ কৌমুদী	রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ দত্ত।	ডিসেম্বর, ১৮২১	একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, সমাচার দর্পনের হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমনের জবাবে প্রকাশিত।

নং	সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদক/প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল	অবদান/বিশেষত্ব
৬	ব্রাহ্মণ সেবধি	রাজা রামমোহন রায়	সেপ্টম্বর, ১৮২১	এই পত্রিকায় রামমোহন একাধিক বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন ।
৭	সমাচার চন্দ্রিকা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২২	সাপ্তাহিক , রামমোহনের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে প্রকাশ, মূলত রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র , ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ অল্প কিছুদিন প্রকাশ করেন ।
৮	বঙ্গদূত	নীলরত্ন হালদার	৮ মে, ১৮২৯	
৯	সম্বাদ প্রভাকর	ঈশ্বর গুপ্ত	২৮জানুয়ারি, ১৮৩১	প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়, পরে সপ্তাহে তিনবার এবং ১৮৩৯ সালে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে । এটি বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক । সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা । কবিওয়ালাদের জীবনী এবং কবিতার সংকলনের মাধ্যমে এই পত্রিকার প্রকাশ। রাজা রাধাকান্ত দেব , প্রসন্নকুমার ঠাকুর , রামকমল সেন এই পত্রিকা গোষ্ঠীর । অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম , দীনবন্ধু, রঙ্গলালের লেখার হাতেখড়ি এই পত্রিকায় ।
১০	জ্ঞানান্বেষণ	গৌরশঙ্কর তর্কবাগীশ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।	জুন, ১৮৩১।	ডিরোজিওর অনুগামী শিষ্যরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।ভাষা, ভঙ্গিমা, বক্তব্য ও বিষয় নির্বাচনে তরুন উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়
১১	জ্ঞানোদয়	রামচন্দ্র মিত্র	১৮৩১	
১২	বিজ্ঞান সেবধি	গঙ্গাচরণ সেন	১৮৩২	
১৩	সংবাদপূর্ণ চন্দ্রোদয়	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	জুন, ১৮৩৫	
১৪	বেঙ্গল স্পেকটর			একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা
১৫	তত্ত্ববোধিনী	প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৪৩	গদ্যের সুসংগঠন ও পূর্ণ রূপায়ণ এবং সেইসঙ্গে শিক্ষিত মানুষের রুচির প্রসার -এই দুই প্রসঙ্গের উৎস হিসাবেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রপত্রিকার সফল অনুপ্রবেশ। পত্রিকাটি জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় , নানা মানব বিদ্যার উপস্থাপনায় সমকালের শ্রেষ্ঠ ।পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ,রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ।
১৬	বিবিধার্থ সংগ্রহ	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৮৫১	এটি প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। নবযুগের প্রথমকাব্য মধুসূদন দত্তের ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ অশংত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নং	সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদক/প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল	অবদান/বিশেষত্ব
১৭	মাসিক পত্রিকা	প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার	১৮৫৪	উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত 'আলালের ঘরের দুলাল' এখানে প্রকাশিত হয়েছিল ।
১৮	বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৫	
১৯	সোমপ্রকাশ	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	১৮৫৮	সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ,সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি এই পত্রিকার পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল । সোমপ্রকাশ বাংলা সাময়িক পত্রে প্রথম বিশুদ্ধ রাজনীতির সূত্রপাত করে ।
২০	অবোধবন্ধু	যোগেন্দ্র ঘোষ	১৮৬৩	
২১	রহস্য সন্দর্ভ	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৮৬৩	
২২	এডুকেশন গেজেট	প্যারীচরণ সরকার , ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৮৬৬	
২৩	বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২খ্রিস্টাব্দ (১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ)	এই পত্রিকায় ইতিহাস,পত্নতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা ,সঙ্গীত , ব্যঙ্গকৌতুক , বিজ্ঞান ,অর্থনীতি, সমাজনীতি ,দর্শন ,ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতো ।বঙ্কিমচন্দ্রর প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সাঙ্গীকৃত করেছিল বলেই বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর খ্যাতি যুগপৎ স্রষ্টা ও সম্পাদক রূপে । বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার , চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই পত্রিকাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ।এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন।
২৪	ভারতী	প্রধান পৃষ্ঠপোষক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ,পরবর্তী প্রধান সম্পাদিকার দায়িত্বে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী	জুলাই, ১৮৭৭	এই পত্রিকা ছিল মুলত ঠাকুর বাড়ির পত্রিকা ।প্রায় অর্ধশত বৎসর এই পত্রিকা চালু ছিল । '' ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা নামেই প্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।'' রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এখানে প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, রসরচনা,গ্রন্থ সমালোচনা, সংবাদ সবকিছুই প্রকাশিত হতো ।রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধগুলি বেশিরভাগ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

নং	সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদক/প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল	অবদান/বিশেষত্ব
২৫	হিতবাদী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯১	এই পত্রিকার আশ্রয়ে রবীন্দ্র ছোটগল্প গুলি প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হয় ।
২৬	সাধনা	সুধীনদ্রনাথ ঠাকুর প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১)অগ্রাহয়ণ মাস	বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরকালে এই পত্রিকা সাময়িক পত্র জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল ।
২৭	বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০১	সমাজ ,রাজনীতি, দর্শন এখানে আলোচনা হতো । ব্রহ্মবান্ধব এর প্রধান লেখক । রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ এখানে প্রকাশিত হয় ।
২৮	সাহিত্য	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৮৯০	প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । পরে পত্রিকাটি রবীন্দ্র সাহিত্যের ও ভাবনার সমালোচক হয়ে ওঠে ।
২৯	গ্রামবার্ত্তা	কাঙাল হরিনাথ		গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ -দারিদ্র্যের মুখপত্র হবার চেষ্টা করে। জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ প্রকাশিত হয় ।
৩০	নারায়ণ	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	১৯১৫	সাহিত্য ও সমাজ চেতনায় রবীন্দ্র বিরোধী । অন্যতম প্রধান লেখক বিপিনচন্দ্র পাল
৩১	প্রবাহিনী	অমরেন্দ্রনাথ রায়	১৯১৩	
৩২	ভারতবর্ষ	জলধর সেন	১৯১৩	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত । তাঁর মৃত্যুর পরে প্রথম প্রকাশ । শরৎচন্দ্র এক প্রধান লেখক। রবীন্দ্র বিরোধী না হলেও তাঁর খুব ভক্ত নয় এই পত্রিকা । বানিজ্যিক পত্রিকা হয়ে ওঠে ।
৩৩	প্রবাসী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৯০১	১৯০১থেকে১৯০৮ সাল পর্যন্ত এটি এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় ।১৯০৮ সাল থেকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রবাসী’ কবিতা প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় , এছাড়াও তাঁর অনেক লেখা এখানে প্রকাশিত হয়েছে ।উচ্চমানের দেশী-বিদেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি প্রবাসীর পাতায় ছাপা হয়েছে ।পত্রিকাটি সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ অবদান রেখেছে ।

নং	সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদক/প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল	অবদান/বিশেষত্ব
৩৪	বসুমতি	সতীশ মুখোপাধ্যায়		রক্ষণশীল হিন্দুয়ানি থাকায় রবীন্দ্র গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ । তবে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখা বেরিয়েছে ।বাণিজ্যিক পত্রিকা হয়ে উঠতে চেষ্টা করে ।সরকারী প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি আজও প্রকাশ পেয়ে চলেছে ।
৩৫	যমুনা	ফণীন্দ্রনাথ পাল		শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের অনেক লেখা প্রকাশ করার জন্য নাম করে ।
৩৬	সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪ (২৫শে বৈশাখ , ১৩২১)	চলিত ভাষা প্রচলনের ব্যাপক চেষ্টা করা হয় । বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হয় । সবুজপত্রী নামক একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । বীরবল ছদ্ম নামে প্রমথ চৌধুরী পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ।রবি ঠাকুরের সবুজের অভিযান , ঘরে বাইরে , চার অধ্যায় , স্ত্রীরপত্র, অপরিচিতা , হৈমন্তী, পয়লা নম্বর এখানে প্রকাশিত হয় ।প্রমথ চৌধুরী ‘প্রাণয়ে স্বাহা‘ বলে সবুজ পত্রের সূচনা করেছিলেন ।তাই এই গোষ্ঠীর মূল অভিপ্রায় ছিল যৌবনের শক্তি ও উদ্দীপনা ।
৩৭	কল্লোল	যুগ্ম সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাস	১৯২৩ (১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ)	কলকাতা ও ঢাকার শিক্ষিত যুবকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টা ।বুদ্ধদেব বসু , অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে , নজরুল ইসলাম , জগদীশ গুপ্ত এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক ।কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হয় । রবীন্দ্র অনুকরণ থেকে মুক্তি ছিল এঁদের অভীষ্ট। কল্লোলের কালে বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের মহড়া চলেছিল ।
৩৮	শনিবারের চিঠি	নীরোদচন্দ্র চৌধুরী মুখ্য কর্ণধার সজনীকান্ত দাস ও মোহিতলাল মজুমদার	১৯২৪	কোনো সিরিয়াস আদর্শ ছিল না , সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করাই পত্রিকার মূল লক্ষ্য ।
৩৯	কালিকলম	প্রেমেন্দ্র মিত্র সাথে ছিলেন মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৯২৬	প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্ম নামেএই পত্রিকায় লিখতেন ।

নং	সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদক/প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল	অবদান/বিশেষত্ব
৪০	প্রগতি	অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু	১৯২৭	এটি মাসিক পত্রিকা । নামের সাথে তাল মিলিয়ে পত্রিকাটি ছিল মূলত আধুনিকতার অগ্রদূত ।
৪১	পরিচয়	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	১৯৩১	বিদেশী চশমা চোখে লাগিয়ে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষীণ ধারাকে প্রসারিত করা । সুধীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টায় ও কৃতিত্বে পরিচয় নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল । বিশেষ করে এই পত্রিকার প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রশংসনীয়
৪২	বঙ্গশ্রী	সজনীকান্ত দাস	১৯৩৩	
৪৩	কবিতা	বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সহকারী সমর সেন	১৯৩৫	কবিতা ও কবিতা বিষয়ক আলোচনার ত্রৈমাসিক ।নবীন প্রতিভাবান লেখকরা এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নবসৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন ।

বস্তুত ১৮১৮ -তে দিগদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাময়িক পত্রের সূচনা।সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ ' প্রকাশের পর ইংরেজি সাময়িক পত্রের পাশাপাশি কলকাতা থেকে বাংলা সাময়িক পত্র সাপ্তাহিক , পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সাড়া পড়েছিল ।এই সাময়িক পত্রিকার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি বাংলা সাহিতক্যে বিশ্বমানে উন্নীত করে । প্রসঙ্গক্রমে আমরা সাময়িক পত্রের কিছু দান সূত্রাকারে তুলে ধরব :

এক।। একাধিক লেখকের নানাধরণের রচনার সংকলন ।

দুই।।বাংলা গদ্যকে বিদ্যালয়ের সীমানা অতিক্রম করিয়ে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিল ।

তিন।।সেই সময়ের সামাজিক চিত্র জনমানসে তুলে ধরে ।

চার ।। সাহিত্যরচনার ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য ।

পাঁচ ।। সাহিত্যজগতে ভাব-দৃষ্টিভঙ্গি-চিন্তার পরিবর্তন ঘটে ।

ছয়।। সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা ও উন্নতি হয় ।

সাত।। সাময়িক পত্র গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । যথা - বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী, সবুজপত্র গোষ্ঠী, কল্লোল গোষ্ঠী।